হলিউড এর পাশেই গড়ে উঠেছে ‘লিটল বাংলাদেশ’

২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি জাহাজ নিয়ে চায়না থেকে লং বিচ পোর্টে যাই। লং বিচ সমুদ্র বন্দরটি আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের লস অ্যাঞ্জেলেস শহরে অবস্থিত। আমার সী ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো আমি ক্যালিফোর্নিয়াতে যাই। যদিও প্রায় প্রতিবছরই জাহাজে কারগো বা মালামাল লোডিং বা ডিসচার্জিং করার জন্য একাধিকবার আমেরিকার বিভিন্ন পোর্টে যেতে হয়। আমাদের জাহাজটি আয়রন ওর লোডিং করার জন্য আমেরিকার লং বিচ পোর্ট এ গিয়েছিল। সমুদ্র বন্দরটিতে আমরা প্রায় ৫ দিন অবস্থান করেছিলাম। লোডিং একটু ধীর গতিতে হওয়াই আমরা একাধিকবার লস অ্যাঞ্জেলেস শহরটি ঘুরে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম।

লস অ্যাঞ্জেলেস শহরকে সিটি অফ অ্যাঞ্জেলেস বা দেবদূতের শহর বলা হয়। এটি বিশ্বের বিনোদন রাজধানী হিসেবেও পরিচিত। বহু বছর ধরে বিশ্বের বিভিন্ন গনমাধ্যমে প্রচারিত চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠানের সুবাদে শহরটির এক ধরনের গৌরবময় ও চাকচিক্যমন্ডিত মূর্তি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। বৃক্ষ সৌভিত রাজপথ, মহাসমুদ্র পারের বেলাভূমি ও হলিউডের সব তারকাদের শহর লস অ্যাঞ্জেলেস কোটি কোটি মানুষের কাছে স্বপ্নের শহর।
লস অ্যাঞ্জেলেস শহরে গুরুত্বপূর্ণ টুরিস্ট স্পট গুলোর অন্যতম হলো হলিউড সাইন, ইকোপার্ক, অলভেরা স্ট্রিট, অ্যাঞ্জেলেস নগর ভবন, গৃফিত মানমন্দির,ভেনিস সৈকত ইত্যাদি।

নাগরিক কেন্দ্রের ১১ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে হলিউড এলাকাটি অবস্থিত যেখানে মার্কিন চলচ্চিত্র শিল্পের প্রাণকেন্দ্র। এখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর মধ্যে ইউনিভার্সিটি অফ সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া, অক্সিডেন্টাল কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া এট লস অ্যাঞ্জেলেস উল্লেখযোগ্য। শহর কেন্দ্র থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত লস অ্যাঞ্জেলেস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট বিশ্বের চতুর্থ ব্যস্ততম বিমানবন্দর।

লস অ্যাঞ্জেলেস শহরের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং ওয়ার্ল্ড ফেমাস টুরিস্ট স্পট হলো হলিউড সাইন। আমার সেখানে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। হলিউডের অনেক মুভিতেই এই বিখ্যাত হলিউড সাইনটি দেখানো